R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-09

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
বাহতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত অরবিন্দ পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৮

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।
২৯শে মার্চ ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বামফ্রন্ট এখন পর্যন্ত ভোট প্রচারে এগিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সংবাদ লেখা পর্যন্ত কংগ্রেসের কোন প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়নি। তবে জেলা সহ-সভাপতি মহঃ সোহরাব জানান, 'জঙ্গিপুর এলাকার সাগরদীঘি ছাড়া বাকী চারটিতে প্রার্থী ঠিক হয়ে আছে। আমরা সেভাবে নিজেদের এলাকায় প্রচারও শুরু করেছি।' সাগরদীঘি (তপঃ) কেন্দ্রের বামফ্রন্টের গত নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী পরেশ দাশ এবার বাদ পড়েছেন। কারণ তিনি বর্তমানে সাগরদীঘি লোকাল কমিটির দায়িত্বে আছেন। মাঝে প্রার্থী হিসাবে সচ্চিদানন্দ কান্ডারীর নাম উঠে এলেও এবারে সাগরদীঘিতে বামফ্রন্টের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন পরীক্ষিৎ বেলট। পার্টির দুর্দিনের কর্মী তিনি এবং জোনাল কমিটির সেক্রেটারীও ছিলেন। কংগ্রেসের প্রার্থীপদ নিয়ে সাগরদীঘি থেকে নাম গেছে দু'জনের। পুরোনো প্রার্থী নৃসিংকুমার মন্ডল ও রাজেশ ভকতের। রাজেশ গত নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেপরোয়া মাটি কাটার দাপটে এ্যাক্লেক্স বাঁধ বিপন্ন হতে বেশী দেরী নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : চাষী সংগ্রাম কমিটি, জঙ্গিপুর শাখার উদ্যোগে এলাকার ইটভাটা মালিকদের বেপরোয়া জমির মাটি কাটার প্রতিবাদে গত ২৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে জঙ্গিপুর—লালগোলা সড়কটি রামপুরায় অবরোধ করা হয়। এর ফলে রাস্তার দু' পাশে যানজট শুরু হয়। বহু যাত্রী রোদের মধ্যে অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েন। রঘুনাথগঞ্জ থেকে পুলিশের বড় কর্তারা ঘটনাস্থলে গেলেও অবরোধ চলতে থাকে। এস ইউ সি আই নেতৃ অনুরাধা ব্যানার্জী জানান, আমরা এই ভয়াবহ মাটিকাটা বন্ধ করতে গত ১১ জানুয়ারী '০৬ রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের বি এল আর ও কে, ২২ ফেব্রুয়ারী '০৬ রঘুনাথগঞ্জ ২ বিডিওকে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী '০৬ জঙ্গিপুরের এস ডি ওকে গণ ডেপুটেশন দিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ কোন ব্যবস্থা নেননি। প্রশাসনের যে কেউ এসে মাটি কাটা বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই অবরোধ তোলা হবে। শেষে বেলা ১টা নাগাদ বিডিও-২ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তোলা হয়। এস ইউ সি কর্মী শম্ভু মন্ডল বলেন, রাণীনগর মৌজার দ্বীপচরে প্রায় বারশো বিঘা খাস জমির মাটি কেটে গঙ্গা নদীকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোটের মুখে ঐক্য আনার জোর তৎপরতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে কংগ্রেস অফিস বিল্ডিং কেনার মত বেশ কিছু ঘটনায় টাউন কমিটির সম্পাদক মুক্তিপ্রসাদ ধরের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক কংগ্রেস সম্পাদক সমীর পন্ডিত, পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিকাশ নন্দ প্রমুখের মনোমালিন্য প্রকাশ্যে চলে আসে। ডভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার শুরু করেন। সমীর পন্ডিতের দল কংগ্রেস কার্যালয়ে পর্যন্ত পা রাখেন না। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি সুশান্ত পান্ডে ও মহঃ আখরুজ্জামান প্রত্যেককে কংগ্রেস অফিসে বসিয়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে উঠে পড়ে লাগেন। গত সপ্তাহে ওখানে আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ রেখে 'স্টিয়ারিং কমিটি'ও গঠন করা হয়। পুর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজনকে ঐ কমিটিতে মনোনীত (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রয়াত অনিল বিশ্বাস স্মরণে শোক মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সি পি. এম এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের প্রয়াণে গত ২৭ মার্চ বিকেলে বুকে কালো ব্যাচ, হাতে লাল পতাকা, প্রয়াত নেতার ছবিসহ শোক মিছিল রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। জঙ্গিপুর পারেও অনুরূপ একটি শোকমিছিল প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানায়। খুব মৃদু স্বরে 'কমরেড অনিল বিশ্বাস অমর রহে' শ্লোগান মিছিলের পরিবেশকে ভাবগম্ভীর করে তোলে।

গঙ্গা দূষণ চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ পারে দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চ থেকে বাজারপাড়া ঘাট পর্যন্ত এবং জঙ্গিপুর পারে সদরঘাট বটতলা থেকে ভাগীরথী ব্রিজের নিচ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় পুরসভার আবর্জনার পাহাড় তৈরী হচ্ছে। এর ফলে নোংরা ও দুর্গন্ধে দু' পারে গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া দায় হয়ে পড়েছে। প্রবল বৃষ্টি বা নদীতে জল বাড়লেই সমস্ত আবর্জনা পার থেকে নেমে গিয়ে জল দূষিত করবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমার চারটি কেন্দ্রের দায়িত্ব একজনের ওপর

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন বিধানসভা ভোটে সিপিএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যকে সাগরদীঘি, জঙ্গিপুর, সুতি ও অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের ভোট পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এক সাক্ষাৎকারে মৃগাঙ্কবাবু জানান— (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই চৈত্র, বুধবার, ১৪১২ সাল।

জল সঙ্কট ও জনসচেতনতা

খরা না আসিতেই খরার প্রকোপ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এখন তো সবে চৈত্র মাস। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ঠা ঠা রৌদ্রের দাবদাহের দিন তো পড়িয়াই আছে। আবহাওয়ায় খামখেয়ালিপনা অস্বস্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। জনজীবনে দেখা দিয়াছে জল সঙ্কট। নলকূপের বুক হইতে কণ্ঠনালিতে নির্গত হইতেছে ক্ষীণ জলধারা। জনপদের নিত্যকার ব্যবহার্য জলে টান ধরিয়াছে। জনগণকে ছুটিতে হইতেছে রাস্তার ধারে পুরসভার বসানো ট্যাপকলের জল সংগ্রহ করিতে। জল লইয়া হইতেছে বচসা, বাকবিতন্ডা। এই চিত্র শুধু এইখানের স্থানীয় ব্যাপারই নয়। প্রায় সমগ্র রাজ্য জুড়িয়া এই সমস্যা মাথা চাড়িয়া উঠিয়াছে।

এই সময় এক আধটা কালবৈশাখীর আবির্ভাবে ধরিত্রীর শুষ্ককণ্ঠ কিছুটা সিক্ত হইয়া থাকে। তপের তাপের বাঁধন কাটিয়া ফেলিবার দুর্ধর্ষ আশ্বাস বহন করিয়া আনে এই সময় কালবৈশাখী। এখন পর্যন্ত একবারও তেমন বৃষ্টির দেখা সাক্ষাৎ মিলে নাই। গ্রাম বাংলার মাঠের অবয়বে ফুটিফাটা রূপ। মাটির নীচের জলস্তর ক্রমশ নামিয়া যাইতেছে বলিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সেচের জলে ঘাটতির চেহারা বড় করুণভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। নদী পুকুর সব শুকাইয়া যাইবার মুখে। জলের সংকট এখন কী গ্রাম কী শহরে সর্বত্রই প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

গত বুধবার ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস পালিত হইয়া গেল। শোনা গেল আবহবিদ, বিজ্ঞানীদের কণ্ঠে উদ্বেগের কথা। আগামী ১০ বছরের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত জলের পরিমাণ ১৫ শতাংশ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সংকটের কথাও যেমন তাহারা বলিয়াছেন তেমনি জনগণকে জল ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতনও করিয়াছেন। এই সতর্কতা জলের অপব্যবহার এবং অপচয় লইয়া। তাহারা মনে করেন জলের অপচয়ই জল সংকটের অন্যতম কারণ।

মহানগরী হইতে শুরু করিয়া মফস্বলের শহর ও গ্রামাঞ্চলে যেখানে পাইপ লাইনে জল সরবরাহ করা হয় সেই সব অঞ্চলে দেখা যায় জলের বিপুল অপচয়। খবরে প্রকাশ—'খোলা কল দিয়া অপচয়ি জলের পরিমাণ আতঙ্কিত করিয়া তুলিবার মতো।' আমরা আমাদের এই শহরের রাস্তার কল-গুলিতে এই চিত্র হামেশাই দেখিতে পাই। কল হইতে জল পড়িয়া যাইতেছে অথচ নগরবাসী বা জানপদবাসী তাহা দেখিয়াও দেখেন না। কেমন যে নির্বিকার, উদাসীন। জলাভাবের কথা তাহারা বলেন, জলের জন্য হাহাকার করেন অথচ জলের অপচয় রোধে বিন্দুমাত্র সচেতনতা প্রকাশ করেন না। বিন্দুমাত্র নাগরিক চেতনা বেশীর ভাগ দেখা যায় না। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—'সকলের কাজ যেন কাহারো কাজ নয়'—এই প্রবাদ বাক্যটিকে মনে করাইয়া দেয়। যে জল না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা হয় না, প্রাণী প্রকৃতি রক্ষা পায় না তাহার অপচয় বিষয়ে গণচেতনা জাগ্রত হওয়া আশু প্রয়োজন।

জঙ্গিপুর মহাবীরতলার মহাবীর মন্দির

পশুপতি চক্রবর্তী

জঙ্গিপুর মহাবীর মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ কোন ইতিহাস না থাকলেও প্রয়াত লুটু ত্রিবেদী, চারুবালা দেবী, মাচান বাবা গণেশ সাধু প্রমুখদের কাছে শুনে যে কাহিনী দাঁড় করানো যায় তা হলো—জঙ্গিপুর শহর একদিকে ভাগীরথী নদীর তীরে এবং বাদশাহী সড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায়, তখনকার দিনে উত্তর ভারতের গঙ্গাসাগরের পুণ্যার্থী, সাধুসন্ত এবং ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এই পথেই যাতায়াত করতেন। সে জলপথে হোক বা সড়ক পথে। আর এখানকার বৃন্দাবনবিহারী স্টেট বা জমিদার মনোমোহন সিংহ পুণ্যার্থীদের আহার এবং আশ্রয় দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতেন। যাঁরা নদীপথে আসতেন তাঁরা থাকতেন বর্তমান সরস্বতী লাইব্রেরী ও তরকারি বাজার চত্বর নিয়ে যে বাগানবাড়ি ছিল সেখানে। আর হাঁটা পথের যাত্রীরা থাকতেন বর্তমান গোবর্দ্ধনযাত্রার বাড়িতে। বিদেশী মানুষজন আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়ে জঙ্গিপুরের সুনাম বৃদ্ধি করতেন।

বাংলা ১২৮৩ থেকে ১২৯০ সাল। সেই সময় বিহার ও উত্তর প্রদেশের বহু অঞ্চলে ওলা ওঠা বা প্লেগ মহামারীর আকার নেয়। গ্রামের পর গ্রাম জনপদ শূন্য করে দেয়। সে বছর এরকম মহামারী শুরু হয় বালিয়া জেলায়। নিজের সংসারের সবাইকে হারিয়ে নিজের (৩য় পৃষ্ঠায়)

অনিল বিশ্বাস স্মরণে

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে

ওর জীবনটা দেখুন
দেখুন ওর বেড়ে ওঠার পরিবেশ
ওর পরিবার
সাধারণ অতি সাধারণ
অথচ উচ্চতায় ; গুণে ; সততায় ;
ভালবাসায়
সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে কী অসাধারণ !
মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে
রইল একটি প্রাণ
জনগণের সেবায় নিথর দেহটিও
করে গেলেন দান।

মানুষ বেঁচে থাকে

মানুষ সে তখনই মানুষ
যখন সে পরিবার পরিজনের
ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে
শোনে বৃহত্তর মানুষের কান্না আর্তনাদ
যখন সে দেখে ঘামে নয়
যেন রক্তে ভেজা খেটে খাওয়া
মানুষের শরীর
বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়ায়
তাদের কথা শোনে
তাদের এই অসহায় অবস্থা থেকে
মুক্তির দিন গোণে।

সেই মানুষকেই আমরা খুঁজে পেয়েছি
আর তখনই যে তাঁকে হারালাম।

মানুষ কি কখনো হারায় ?
মানুষ বেঁচে থাকে তার হেঁটে
যাওয়া পথে
মানুষ বেঁচে থাকে সততায় ;
একনিষ্ঠতায়
বৃহত্তর নিপীড়িত জনগণের প্রতি
দায়বদ্ধতায়
মানুষ বেঁচে থাকে অর্জিত ভালবাসায়
মানুষ বেঁচে থাকে যখন সে লড়াকু
যখন সে নিপীড়িত জনগণের
বিশ্বস্ত সৈনিক
যখন তাঁর হাতে গান্ডীব
যখন সে গগনভেদী রণহুঙ্কারে
বঞ্চিত মানুষের রক্তে ভেজা
লাল পতাকার রথে।

মানুষ বেঁচে থাকে বিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে
শ্রদ্ধাবনত পরম বিশ্বাসে।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে হাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ মার্চ মাঝ রাতে জঙ্গিপুর বাসন্তীতলা এলাকা থেকে. রঘুনাথগঞ্জ থানার জনৈক এস, আই কাশেম সেখের নেতৃত্বে একদল পুলিশ এক বাড়িতে হানা দিয়ে কাজল সরকার এবং তার বৌদি চন্দনা সরকারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন। সংবাদে প্রকাশ, গত কয়েক বছর আগে কাজলের সাথে প্রার্থনা সরকারের বিয়ে হয়। কিন্তু দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয় না। কিছুদিনের মধ্যে গয়নাগাঁটি কেড়ে নিয়ে প্রার্থনাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। বৌদির সাথে কাজলের অবৈধ সম্পর্কই নাকি এর প্রকৃত কারণ বলে জানা যায়। এই নিয়ে মামলা মোকর্দমাও হয়। জেলা জজ এর বিচারে প্রার্থনার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। পরে প্রার্থনা হাইকোর্টে আবেদন করেন। আর সেই পরোয়ানাতেই সন্দেহজনক অবস্থায় দেওর বৌদি গ্রেপ্তার হন। পুলিশের সাথে প্রার্থনার দাদাও ছিলেন। তিনিই অভিযুক্তদের সনাক্ত করেন।

মহাবীর মন্দির (২য় পৃষ্ঠার পর)

আরাধ্য দেবতাকে বুকে নিয়ে এ বৃদ্ধ মোহনাগামী এক মালবাহী নৌকায় চেপে বসেন। কেবল মাঝিদের বলেন জঙ্গিপুরের কথা। আর বলেন জয় মহাবীর স্বামী, জয় মহাবীর স্বামী। পথে রাজমহলের পর বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। যখন জঙ্গিপুর টোল অফিস ঘাটে নৌকা পেছায় তখন বৃদ্ধ অচৈতন্য। এদিকে মাঝিদেরও নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করার সময় নাই। তাই তারা পথের পাশের শিব মন্দিরে বিগ্রহ রেখে এবং চারমাথা মোড়ের পাকুর গাছের তলায় বৃদ্ধের অসার দেহ নামিয়ে রেখে নৌকা ছেড়ে দেয়। এই সংবাদ নিমেষে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। জমিদার মনোমোহন সিংহ কবিরাজের ব্যবস্থা করেন। বৈদ্য নিরাময়ের চেষ্টা করেন কিন্তু নাড়ি সারা দেয়নি, বৃদ্ধ অস্ফুট স্বরে মহাবীর 'মহাবীর' আওয়াজই করেছেন। এধারে জঙ্গিপুর এর মানুষের তখন চরম বিপদ। ভাগীরথী তখন বর্তমান সরস্বতী লাইব্রেরীর পাশের নেতাজী পার্কের নিচ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে বইছে। এনায়েতনগর পর্যন্ত নদীগর্ভে। জয়রামপুর বড় কালিয়াই মৌজার পাশ দিয়ে নদী বইছে। বিপদের আশঙ্কায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনেক মানুষ ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

বৃদ্ধও এদিকে দেহ রক্ষা করেছেন। দেবতা শিব মন্দিরে। ঐ সময় ঠিক হয়, পথের পাশে অরক্ষিত অবস্থায় দেবতাকে রাখা ঠিক হবে না। তাই জমিদার বাড়ির রঘুনাথজীউ মন্দিরের চারটি শিব মন্দিরের মধ্যে বামদিকের একটিতে তেল সিন্দুর দিয়ে এক মহাবীর মূর্তি এঁকে ওখানে সাময়িকভাবে রাখা হলো, আর এখানে থাকাকালীন রঘুনাথজীউকে অন্ন নিবেদন করার পর মহাবীর স্বামীকে অন্নভোগ দেয়ার ব্যবস্থা। তখনকার জমিদারী সেরেস্তায় এবং জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অনেক অবাঙ্গালী সেপাই পুলিশ থাকতেন। জমিদারবাবুর আহ্বানে এরকম একজন অবাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দেব সেবার দায়ত্ব নেন সাময়িকভাবে। শিব মন্দিরের দেওয়ালে তেল সিন্দুর দিয়ে মহাবীরের মূর্তি এঁকে নিত্য পুজো শুরু হয়। পরে জমিদার মনোমোহনবাবুর চেষ্টায় উত্তর প্রদেশ থেকে স্থায়ী পুরোহিত নিয়ে আসা হয়।

তখন জঙ্গিপুর শহরে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের বহু মানুষ বসবাস করতেন। কিন্তু তাদের কোন মন্দির বা দেবতা এখানে ছিল না। এর ফলে তাঁরা সকলেই এগিয়ে আসেন। এধারে তখন ভাগীরথী জঙ্গিপুরকে ছেড়ে আরও পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। বিপন্ন জনসাধারণের বিশ্বাস এই মহাবীর স্বামীই জঙ্গিপুরকে রক্ষা করেছেন। জমিদার মনোমোহন সিংহ, রাজা বিজয় সিংহ দুধোরিয়া. রেশম ব্যবসায়ী সীতারাম মদনগোপাল, নগেন দাস ফুলচাঁদ, ব্যবসায়ী দেবীদেয়াল ভকত, গোকুলচাঁদ ভকত, তারাচাঁদ ভকত, রাধাগোবিন্দ সাহু, জিয়ালাল তেওয়ারী, ভোজরাজ মাহাতো প্রমুখ দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জমিদারের ভূমিতে, চার মাথার মোড়ে পাকুর গাছকে অক্ষত রেখে এক ত্রিকোণাকার মন্দির তৈরী হয়। নিত্য সেবার ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য সব রকম ব্যবস্থা হয়। কেও কেও জমিও দান করেন। প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ সিংহের (সুরীবাবু) দান করা আট বিঘা জমি আজও বংশবাটী মৌজায় আছে। এখানকার বৈশিষ্ট্য মহাবীর জীউর মন্দিরে অন্নের ভোগ হয় না। ফল, মিষ্টি, লুচি, মালপোয়া. সুজি প্রভৃতির ভোগ হয়। আর মন্দিরের অনতিদূরে জমিদার বাড়িতে রঘুনাথ জীউর মন্দিরে নিত্য অন্নভোগের ব্যবস্থা আজও আছে। তাই মহাবীর জীউকে অন্ন গ্রহণের জন্য প্রভু রঘুনাথের মন্দিরে যেতে হয়। সেটা জমিদার বাড়ির ভোগ নিবেদনের ঘন্টা ধ্বনি হলেই মন্ত্রে মহাবীরকে পাঠান হয়।

বাঙ্গালীদের আনা কাটা ফল বা মিষ্টি দেবতাকে নিবেদন করা হবে না। তাদের পয়সায় পুরোহিত ফল কিনে এনে ব্যবস্থা করবেন। অবাঙ্গালী পুরোহিতদের এই আচরণ বাঙ্গালীদের এখানে ব্রাত্য করে দেয়।

জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই মহাবীর মন্দির বা পাকুর গাছের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। স্বাধীনোত্তরকালে তখন বাংলায় মুসলীম লীগের শাসনকাল। স্থানীয় ধর্মভীরু মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের নামে বিষ ছড়িয়ে দেয়া হয়। 'মহাবীর মন্দিরের পাকুর গাছ যেভাবে রাস্তার দিকে ঝুঁকে আছে তাতে মহরমে তাজিয়া বড় করা যায় না। গাছের জন্য নানা অসুবিধা হয়। তাই গাছ কাটতে হবে।' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাদের চক্ষুশূল সেরকম কিছু লোক বছরের পর বছর তাজিয়াকে বড় করতে লাগলো, সেরকম "হিন্দু মহাসভা"র নেতৃত্বে অন্য সম্প্রদায় গাছ যাতে কোনও মতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। তখনকার প্রশাসন কিন্তু স্থবির থাকেনি। সবরকমভাবে উত্তেজনা ঠেকানর ব্যবস্থা তাঁরা নিয়েছিলেন। তৎকালীন পুলিশ সুপার, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক রহমান সাহেব, রঘুনাথগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার পরিতোষ মুখার্জীর কয়েক বছরের প্রয়াস এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষ আজও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অবশ্য সব ঠান্ডা হয়ে যায়। জঙ্গিপুরে বিদ্যুৎ সংযোগ আসে। বিদ্যুতের তার সব নিয়ন্ত্রণ করে দেয়।

মন্দিরের মাঝে বিরাট পাকুর গাছ থাকায়, বর্ষায় জল গড়িয়ে বা ঝড় ঝাপটায় গাছের ধাক্কায় মন্দিরের ছাদের অবস্থা ক্রমেই জীর্ণ হতে থাকে। বছর ছয় সাত আগে মন্দিরটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। ছাদের একটা অংশ ধ্বসে পড়ে। দেবতার রণক্ষাবেক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরিস্থিতি সামলাতে দেবতাকে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে উৎসাহী যুব সম্প্রদায় এগিয়ে এসেছে। মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায় মন্দিরের নব কলেবর হয়েছে। এখন তা সকলের প্রশংসার দাবী আদায় করেছে। মন্দির নির্মাণ কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী রামনবমীর দিন বিগ্রহকে আবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার।

ভোট প্রচারে এগিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে পুরোনো কংগ্রেস প্রার্থী হাবিবুর রহমানই দাঁড়াচ্ছেন। মাঝে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাবিবুরের ছেলে জেলা পরিষদ সদস্য আখরুজ্জামানের নাম শোনা যাচ্ছিল। অন্যদিনে এই কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী আর এস পির আবুল হাসনাতের বিরুদ্ধে লোকাল কমিটি থেকে নানা অভিযোগ জেলায় পাঠানো হয়। অভিযোগের মধ্যে আছে —তিনি দলের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রাখেন না। এম. এল. এ ল্যাডের টাকায় কি কাজ কোথায় হবে তা নিয়েও লোকাল কমিটির সঙ্গে কোন সময়ই আলোচনা করেননি। শুধু তাই নয়, জঙ্গিপুর বারের সেক্রেটারী এম এল এ ল্যাডের টাকায় বারের দোতলায় একটি ঘর তৈরী বারে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেন। সহযোগিতা দূরের কথা আবুল হাসনাৎ নাকি চিঠির কোন উত্তর দেনান। দলের বিধায়কের এই ধরনের দল বিরোধী কাজের অভিযোগ এনে এবার হাসনাৎকে বাদ দিয়ে অরঙ্গাবাদের নেজামুদ্দিন আহমেদকে দাঁড় করাতে পার্টি মনস্থির করে। শেষ এক রকম সিপিএমের চাপে পড়ে আবার সেই হাসনাৎকেই প্রার্থী করতে হয়। সুতী কেন্দ্রে আবার সেই পুরোনো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। কংগ্রেসের মহঃ সোহরাবের সঙ্গে লড়ছেন আর এস পির জানে আলম। জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর দৌলতে ঐ এলাকার দীর্ঘ দিনের পড়ে থাকা কানুপুর —বহরতালী রোডটি এক রকম চালুর মুখে। দুটো ব্রীজ ও রাস্তার পীচের কাজ পুরোদমে চলছে। এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য একটা পি এফ অফিসও চালু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সোহরাব সাহেবের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ আনেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। তিনি কথা প্রসঙ্গে জানান, 'এখানে পি এফ অফিসের একটা শাখা চালু হলেও যাদের জন্য এত ঢাকঢোল পেটানো তারাই আজ বঞ্চিত। বহু বিড়ি শ্রমিকের কাগজপত্র আজ টিটাগড় অফিস থেকে এসে পৌঁছায়নি। এই অফিস খোলাতে লাভবান হয়েছেন মহঃ সোহরাবের ভাইপোরা। বিশাল অঙ্কের টাকায় তাদের বাড়ী ভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছে পি এফ দপ্তর। অথচ আমি জঙ্গিপুরে 'কিছুক্ষণ লজ' অর্দ্ধেক ভাড়ায় দিতে রাজী হয়েছিলাম। পি এফ দপ্তরের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ দেখেও যান। পছন্দও হয়। তারপর কি হল ওরাই জানে।' এছাড়া আরও ২/৩টি রাস্তা এলাকার মানুষের চলাচলে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে। এ সব কিছু মহঃ সোহরাবের 'প্লাস পয়েন্ট'। বাদও সুতী এলাকায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটা পুরোপুরি বানচাল হয়ে যায়। অন্যদিকে আর এস পির জানে আলম ঐ এলাকার একদম সাধারণ ঘরের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে অসাধুতার কোন অভিযোগ এলাকার মানুষের মধ্যে নেই। তবে অতি বৃষ্টিতে বারবন্যায় ডুবে থাকা বিশাল এলাকার জমি উদ্ধারে কোন দলের প্রতিনিধিই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি। অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী সেই হুমায়ুন রেজা-ই আছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। এলাকার পঞ্চায়েত সমিতি ভাঙা গুড়ার খেলায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি হুমায়ুনের। যার জন্য ঐ এলাকার কুন্দলিয়ায় একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রণববাবু, অধীরবাবুরা উপস্থিত থাকলেও সেখানে এলাকার বিধায়ক হুমায়ুন রেজাকে দেখা যায়নি। ভোটের মুখে ঐ সব খেয়োখেয়ি চললে কংগ্রেসেরই ক্ষতি। গত নির্বাচনে ৬২৩০ ভোটে হুমায়ুন রেজা সিপিএমের নুর মহম্মদকে পরাজিত করেন। এবারে সিপিএমের প্রার্থী তোয়াব আলি। ফরাক্কায় কংগ্রেসের পুরোনো প্রার্থী মৈনুল হকের প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের আবদুস সালাম। গত নির্বাচনে ওখানে বামফ্রন্ট প্রার্থী তারিকুল ইসলামকে ১১১৮৭ ভোটে পরাজিত করেন মৈনুল।

চিত্ত মুখার্জী প্রার্থী হচ্ছেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়ে চিত্ত মুখার্জী দাঁড়াচ্ছেন না। তিনি এক লিখিত বিবৃতিতে জানাচ্ছেন, 'বর্তমানে নানা রোগে দুর্বল এবং বেশী পরিশ্রম করতে ডাক্তার বারণ করেছেন। তবে অন্য কেউ প্রার্থী হলে শরীর যতটুকু পারবে, প্রার্থী ও দল চাইলে তা অবশ্যই করবেন।'

বাঁধ বিপন্ন হতে বেশী দেরী নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জনবসতি এলাকায় এনে ফেলেছে। এছাড়া ফাদিলপুরের টিকলি চরের মাটি কেটে এলাকার সমূহ বিপদ এনেছে। ওখান থেকে পদ্মার দূরত্ব এক কিলোমিটার। ১০/১২ ফুট গভীর মাটি কেটে পদ্মা-গঙ্গাকে দ্রুত এক করে দেবার ব্যবস্থা চলছে। কাশিয়াডাঙ্গা, তেঘরি, রামপুরা, শেখালিপুর অঞ্চলের মানুষ উদ্বিগ্নে দিনযাপন করছেন। যে কোন সময় এ্যাফ্লেক্স বাঁধ ভেঙে গিয়ে এলাকার ভৌগোলিক পরিবর্তন আনতে পারে।

দায়িত্ব একজনের ওপর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে এলাকাভিত্তিক বুথ কমিটি, বাড়ী বাড়ী প্রচারের কাজ পুরোদমে চলছে। অনেক জায়গায় দেয়াল লিখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে ঢেকে ফেলাও হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বহু প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। জঙ্গিপুরের লোক রঘুনাথগঞ্জে ব্যবসার স্বার্থে বাস করছেন। সেই কারণ তুলে জঙ্গিপুরের ভোটার লিষ্ট থেকে তার নাম কেটে দেয়া হলো। অথচ রঘুনাথগঞ্জে নাম তোলার জন্য সরকারী যাবতীয় নিয়ম পদ্ধতি মেনে আবেদন করলেও নাম নথিভুক্ত হলো না। এক জায়গায় তো তিনি ভোট দেবেন। এইভাবে বহু এলাকায় ৪০% ভোট বাদ পড়ে গেছে।'

গঙ্গা দূষণ চলছেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তার ওপর চারিদিকের নিকাশী নালার জল বাড়তি হিসেবে আছেই। পুর কর্তৃপক্ষের গঙ্গার দূষণ রক্ষায় কোন মাথা ব্যথা নেই। অথচ এই জলই পুরসভা থেকে পরিস্রুত পানীয় জল হিসাবে এলাকায় দেয়া হচ্ছে।

ঐক্য আনার জোর তৎপরতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার নির্বাচিত হন রঘুনাথগঞ্জের পারে সুশান্ত পান্ডে ও জঙ্গিপুর পারে রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী ও ইন্তেখাব আলম। গত ২৬ মার্চ প্রার্থী হাবিবুর রহমানের সম্মতিনগরের বাড়ীতে এলাকার নেতা ও কর্মীদের নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়। সেখানে ভোট পরিচালনা ও অঞ্চলভিত্তিক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় বিভিন্ন নেতাদের।

প্রাইভেট পড়ানো হয়

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের যত্নসহকারে পড়াই। ছোটদের অক্ষর শেখান হয়।

সোমা সরকার
C./O. বরুণ সরকার
হরিদাসনগর
ফোন ঃ ২৬৬৫১৭ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।